দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 MAY. 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ২৩ কলাম ... ৬

প্রসঙ্গ : হল তল্লাশি

ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে চলছে তল্লাশী আতংক। কখন কাকে কেন ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বা হবে সে আতঙ্কেই ভুগছে শিক্ষার্থীরা। বলতে গেলে হল তল্লাশী আলোচনাই এখন সবার মুখে মুখে। মাসের প্রথম সপ্তাহে দুই দফায় হয়েছে চারটি হল তল্লাশি। প্রথম দফা ৩ মে এবং দ্বিতীয় দফা ৭ মে। ক্যাম্পাসের পক্ষ থেকে বেশ কিছু শিক্ষার্থীদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে প্রায় সকলেরই দৃষ্টি সন্দেহের। তবে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কিছু শিক্ষার্থী তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চাইলেও অনেকের মাঝেই এ ব্যাপারে কোন কথা বলার আগ্রহ দেখা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজির কয়েকজন শিক্ষার্থী জানালেন, দেশের এতবড় বিদ্যাপীঠে এত কষ্ট করে এত প্রতিযোগীতার মধ্যে দিয়ে ভর্তি-তার উপর হলের সিট পাওয়া নিয়ে যুদ্ধ এতকিছুর পরও যদি আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কাটাতে হয় তবে কেন এখানে পড়তে আসা। এমন বক্তব্য প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচটি হল থেকে গত ৭ মে গভীর রাতে পুলিশ অভিযানে ১২ জন ছাত্রকে আটক করা হয়। এদের দশজন ছাত্রকে কারাগারে পাঠানো হয়। তবে এদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ সে ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য জানা যায়নি।

তবে এ ব্যাপারে শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম বলেন, এদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। পরে তদন্ত করে অন্য মামলা করা হবে। এদিকে জামায়াতে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এমন অভিযোগ তুলে জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ ও এক আবাসিক শিক্ষকের দাবি করেছে হলের ছাত্ররা। বৃহস্পতিবারে এ ব্যাপারে হল সংশ্লিষ্ট জানান, সোমবার রাত আড়াইটার দিকে গোয়েন্দা পুলিশ ও ঢাকা মহানগর পুলিশ আকস্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ, জগন্নাথ, মুহসিন, মুজিব ও ফজলুল হক ঘিরে ফেলে। ঘণ্টাখানেক এ অভিযানে দুজন বহিরাগত সহ ১২ জনকে আটক করা হয়।

শাহবাগ থানা সূত্রে জানা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের তৈরি করা ২০০ জনের তালিকা অনুসারে এ অভিযান চালানো হয়। আটক হওয়া ছেলেদের মধ্যে বহিরাগত দুজনকে ছেড়ে দিয়ে বাকিদের গতকাল দুপুরে আদালতে দেওয়া হয়। আদালতের নির্দেশে ১০জনকে পরে কারাগারে পাঠানো হয়। পুলিশের এ অভিযানের পর ক্যাম্পাসে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ফজলুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক বলেছেন, তাঁর হলের কিছু ভাল ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এস এম এ ফায়েজ বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নিরপরাধ ছাত্র যেন হয়রানির শিকার না হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর আ বা ফায়েজ একই কথা বলেছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে জহুরুল হক হলের ছাত্ররা উপাচার্যের কাছে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহিদুল ইসলাম ও আবাসিক শিক্ষক মোস্তাফা আল মামুনের পদত্যাগ চেয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে। হলের ৪৫০ জন ছাত্র স্বাক্ষরিত সংযুক্ত ছিল স্মারকলিপি।

স্মারকলিপিতে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত এই ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে গোপনে তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এর পেছনে মদদাতাদের অন্যতম এই দুই শিক্ষক।

পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর কাইয়ুম জানান বিগত কয়েকদিনের ক্যাম্পাসের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে তল্লাশী চালানো হচ্ছে। এদিকে বর্তমানে জহুরুল হক হলে একসঙ্গে ছাত্রদের চলাচল সীমিত করে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি হলের তিনটি পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ। এছাড়াও বিভিন্ন আবাসিক হলে এবং মধুর ক্যান্টিন, লাইব্রেরি চত্বর, কলাভবন ও টি এস সি এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশ ও ডিবি ঘোরাঘুরি করছে।

□ ক্যাম্পাস প্রতিবেদক